আলাউদ্দিন খলজীর অর্থনৈতিক সংস্কার

3rd Sem, CC-5 [C5T]

মিলন কুমার মাল
ইতিহাস বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

ভূমিকা :-

সুলতানি শাসন ব্যবস্থায় শাসক আলাউদ্দিন খলজি সর্বপ্রথম অর্থনীতির আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি রাজস্ব নীতি ও বাজার দর নীতি এই দুইয়ের ওপর ভিত্তি করে আর্থিক সংস্কারে হাত দেন। ঐতিঃ ইরফান হাবিব ও কে. এ. নিজামী বলেছেন – "সুলতানি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক কৃতিত্ব হল আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক সংস্কার : আলাউদ্দিন এর অর্থনৈতিক সংস্কারের মুল কয়েকটি উদ্দেশ্য হল -

১. অভিজাতদের নিয়ন্ত্রন :-

অভিজাতরা অতিরিক্ত অর্থ পেয়ে যাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আলাউদ্দিন বিবিধ করের বোঝা চাপিয়ে অভিজাতদের কাছ থেকে প্রচুর ধন সম্পদ করায়ত্ত করে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে নির্মূল করেন।

২. স্বল্প বেতনে সেনাবাহিনী পোষন :-

বিশাল সৈন্য বাহিনী স্বল্প বেতনে যাতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সে কারনে আলাউদ্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুহের মূল্য নির্দিষ্ট করেছেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার : আলাউদ্দিন এর অর্থনৈতিক সংস্কারের মুল কয়েকটি উদ্দ্যেশ্য হল -

৩. প্রশাসনিক খরচের জোগান :-

সুলতান বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনা, প্রশাসনের কর্মচারীদের বেতন, বিদ্রোহ দমন ইত্যাদির জন্য অর্থের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন করেন।

৪. মুদ্রাস্ফীতি রোধ :-

দিনের পর দিন বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুদ্রাস্ফীতি যাতে বাড়তে না পারে তার জন্য সুলতান কর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দ্রব্য মুল্য নির্ধারণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সুষ্ঠ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

১. রাজস্ব ব্যবস্থা

২. বাজার দর নিয়ন্ত্রন নীতি।

১. রাজস্ব ব্যবস্থা :-

আলাউদ্দিন খলজী রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেন -

ক. জমির পরিমান বৃদ্ধি :-

আলাউদ্দিন-ই প্রথম জমি জরিপ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাস জমির পরিমান বাড়ান।

খ. রাজস্ব দপ্তর গঠন :-

রাজস্ব আদায় ও তার সঠিক হিসাব রাখার জন্য আলাউদ্দিন "আমির-ই-কোহ" নামে এক নতুন রাজস্ব দপ্তর গঠন করেন।

গ. বিভিন্ন কর আদায় :-

আলাউদ্দিন গৃহকর (ঘরি), পশুচারণ কর (চরাই), সেচ কর, হিন্দুদের উপর জিজিয়া এবং মুসলিমদের উপর খামস ও জাকাত নামক কর চাপিয়ে সরকারি আয় বৃদ্ধি করেন।

ঘ. ইকতা প্রথার সংস্কার :-

তিনি ইকতাদারদের হিসাবের কারচুপি বন্ধের জন্য আলাদা কর্মচারী নিয়োগ করেন।

২. বাজার দর নিয়ন্ত্রন নীতি :-

আলাউদ্দিন খলজীর বাজারদর নিয়ন্ত্রন নীতির স্বরূপ বিশ্লেষনে দেখা যায় -

ক. পৃথক বাজার গঠন :-

আলাউদ্দিন আলাদা আলাদা চারটি বাজার গঠন করেন। এগুলি হল –

i. কৃষি পন্য বাজার (মাণ্ডি)

ii. বস্ত্র ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বাজার (সেরা- ই- আদল)

iii. কেন্দ্রীয় বাজার

iv. দাস ও পশু বাজার

খ. দ্রব্যমুল্য তালিকা :-

আলাউদ্দিন প্রজাদের সঠিক দামে জিনিসপত্র কেনার সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারি তরফে একটি দ্রব্যমুল্য তালিকা প্রকাশ করেন।

২. বাজার দর নিয়ন্ত্রন নীতি :-

আলাউদ্দিন খলজীর বাজারদর নিয়ন্ত্রন নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা যায় -

গ. রেশন ব্যবস্থা :-

দুর্ভিক্ষের সময় আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আলাউদ্দিন রেশনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। যদিও তাঁর আমলে দিল্লিতে কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি।

ঘ. শাস্তির ব্যবস্থা :-

কোনো ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট ওজন থেকে যতটা পরিমান দ্রব্য কম দিত, ততটা পরিমান মাংস সেই ব্যবসায়ীর দেহ থেকে কেটে নেওয়া হতো।

ঙ. কর্মচারী নিয়োগ :-

আলাউদ্দিন বাজারদর ব্যবস্থা দেখাশোনা করবার জন্য "দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ" ও "শাহনা-ই-মাণ্ডি" নামক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করেন। শাহনা-র দপ্তরে প্রতিটি দোকানি ও বনিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়।

মূল্যায়ন :-

আলাউদ্দিনের জীবিতকালে তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি কার্যকর থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর রাজস্ব ব্যবস্থার ভিত শিথিল হয়ে পড়ে। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর চাহিদা, জোগান ও উৎপাদন ব্যয় – অর্থনীতির এই তিন অন্যতম শর্তের সঠিক প্রয়োগ না হওয়ায় বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

ধন্যবাদ